খুব অল্প খরচে যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 08 ❑ 09 May, 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

মনোনয়নে ভুল তথ্য জমা দিয়েছেন শান্তনু ঠাকুর

প্রার্থী পদ খারিজের আবেদন মমতার

প্রতিনিধি ঃ মিথ্যা তথ্য দিয়ে মনোনয়নপত্র জমা করেছেন বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর। শনিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনই অভিযোগ এনে তাঁর প্রার্থী পদ খারিজের আবেদন করলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুর। এদিন সন্ধ্যায় বনগাঁয় তৃণমূল জেলা কার্যালয়ে বসে সাংবাদিক সম্মেলন করে মমতা ঠাকুর অভিযোগ করেন, 'মনোনয়নপত্র জমা করার সময় সঠিক তথ্য দিতে হয়। কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি, প্রচুর মিথ্যা তথ্য জমা দিয়েছেন শান্তনু ঠাকুর। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনে হলফনামা জমা করা হয়েছে। শান্তনুর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কৌশিক মল্লিক নামে এক ব্যক্তি ইতিমধ্যেই কমিশনে ফাইল জমা করেছেন। তিনি আরও দাবী করেন, শান্তনু মনোনয়নে দেখিয়েছেন তার আয় শূন্য। আবার সেই বছরই তিনি ইনকাম ট্যাক্স জমা করেছেন চার লক্ষ টাকা। তাহলে, যার আয় নেই, সে ইনকাম ট্যাক্স দেয় কোথা থেকে?

মমতা ঠাকুরের আরও অভিযোগ, তার স্ত্রী সোমা ঠাকুর পি.আর.ঠাকুর বিদ্যাপীঠে চাকরি করেন। সেই তথ্যও গোপন করা হয়েছে। অন্যদিকে মাতৃ সেনা সংগঠনের মাধ্যমে শান্তনুর স্ত্রী সোমা ঠাকুরের নামে যে সব সম্পত্তি কেনা হয়েছে, সে তথ্যও গোপন করেছেন। এই সকল দাবিতেই নির্বাচন কমিশনের কাছে শান্তনুর প্রার্থী পদ খারিজের আবেদন করা হয়েছে বলে জানান মমতা ঠাকুর।

এদিন রাত ৯ টা পর্যন্ত শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। মমতা ঠাকুরের অভিযোগের বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন 'হেরে যাওয়ার ভয়ে তৃণমূল নেতাদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। সেজন্য এ সমস্ত ভুলভাল মিথ্যে অভিযোগ তুলছে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য। এতে কোন কাজ হবে না।

৩০টির বেশি আসন পাবে বিজেপি, দাবি মঙ্গল পান্ডের

প্রতিনিধি ঃ এ রাজ্যে লোকসভা ভোটে ৩০টির বেশি আসন পেতে চলেছে বিজেপি। শুক্রবার গাইঘাটার বকচরা এলাকায় এক কর্মী সভায় এসে এমনই দাবি করেছেন বিজেপির এ রাজ্যের ইনচার্জ মঙ্গল পান্ডে। তিনি বলেন, ৪২ টির মধ্যে ৩০ টির বেশি আসন পাবে বিজেপি। তারপরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের পতন হবে। বিজেপির সরকার গঠিত হবে।

বিজেপি নেতার এই মন্তব্যের সমালোচনা করে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, বিজেপি নেতাদের দু'কান কাটা। বিধানসভা ভোটের আগে বলেছিল, ২০০'র বেশি আসন পাবে। সেখানে রাজ্যের মানুষ তাদের হারিয়ে দিল্লি পাঠিয়ে দিয়েছিল। এবারও রাজ্যের মানুষ উচ্ছৃখল বিজেপিকে উপযুক্ত জবাব দেবে।

বৃদ্ধ দম্পতিকে মারধরের অভিযোগ, তৃণমূল বিজেপির রাজনৈতিক তরজা

প্রতিনিধি ঃ বছর ষাটের বৃদ্ধ দম্পতিকে মারধোরের অভিযোগ। পাল্টা দম্পতির বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ নিয়ে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয় বিজেপি তৃণমূলের মধ্যে। বাগদা থানার কোনিয়াড়া ২গ্রাম পঞ্চায়েতের চুয়াটিয়া গ্রামের ঘটনা। আহত দম্পতির নাম সুবল বালা এবং তাঁর স্ত্রী করুনা বালা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে মারধরে আহত ওই দম্পতি প্রথমে বাগদা হাসপাতালে যান সেখানে চিকিৎসা করিয়ে রবিবার দুপুরে বাগদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

তৃতীয় পাতায়...

ট্রাকে পিষ্ট হয়ে মহিলার মৃত্যু

তোলাবাজির অভিযোগে এনে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের অফিসে ভাঙচুর করল উত্তেজিত জনতা

প্রতিনিধি ঃ মা ও মেয়ের মৃত্যুর পর ফের একই জায়গায় বেপরোয়া ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল মহিলার। ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা পুলিশ ও পরিবহন কর্মীদের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলে বৃদ্ধার মৃতদেহ রাস্তায় রেখে অবরোধ শুরু করে। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের অফিসে ভাঙচুর চালায়। মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় যশোর রোডের বনগাঁ বিএস ক্যাম্প মোড় এলাকায়। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় মৃতদেহ তুলে নিয়ে যায়। বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল

তৃতীয় পাতায়...

রাতের অন্ধকারে ভয়াবহ চুরি, পুলিশের দ্বারস্থ পুলিশ

প্রতিনিধি ঃ একই পরিবারের তিন সদস্যই পুলিশে কর্মরত। আর সেই বাড়িতেই রাতের অন্ধকারে ভয়াবহ চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পাশাপাশি একই রাতে ওই পুলিশ পরিবারের পাশের আরো একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার উত্তর বকচরা ১ নম্বর টালি কারখানায় এলাকায়। খবর পেয়ে গাইঘাটা থানার পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করেছে। পরিবারের অভিযোগ দুষ্কৃতীর দল রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ঢুকে স্প্রে জাতীয় কিছু ছড়িয়েছিল। বাড়িতে থাকা পরিবারের সদস্যরা কেউই টের পাননি।

সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই পরিবারের এক পুলিশ কর্মী রাজ্যের এক মন্ত্রীর নিরাপত্তা রক্ষির দায়িত্বে রয়েছে। বাকি দুই সদস্য বনগাঁ পুলিশ জেলায় কর্মরত। রাতে পরিবারের তিন পুলিশ কর্মী সদস্যই বাড়ি ছিলেন না। শনিবার সকালে চুরির খবর পেয়ে বাড়িতে ছুটে আসেন তাঁরা। পরিবারের বক্তব্য, চোরের দল তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে আলমারি, শোকেস ভেঙে লন্ডভন্ড করেছে ঘরের জিনিস পত্র। পুলিশ কর্মী শান্তনু দাস জানান, প্রায় ২০০ গ্রাম মতো সোনার গহনা নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোরের দল।

তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।

২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)

MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ০৮ ❐ ০৯ মে, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

অনিয়ন্ত্রিত যানচলাচলই দুর্ঘটনার প্রধান কারণ

যানজটে জেরবার বনগাঁ শহর। যার ফলে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। অকাল মৃত্যু হচ্ছে অগণিত মানুষের। পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে— এই দুর্ঘটনার জন্য মূলত দায়ি অনিয়ন্ত্রিত যান চলাচল, ক্রমবর্ধমান টোটো এবং অপরিকল্পিত সৌন্দর্যায়ন। এমনিতেই বনগাঁ শহরের রাস্তাগুলি পরিসরে সংকীর্ণ। তার উপর ফটুপাতে যেখানে সেখানে বসে আছে বিভিন্ন স্টল। যার দরুণ পথ চলতি মানুষ যাতায়ত করতে খুবই সমস্যায় পড়ে। তার উপর বর্তমান সময়ে বনগাঁ শহরে টোটোর সংখ্যা অগণিত। তাদের চলাচলও অনিয়ন্ত্রিত। যখন তখন, যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে যাত্রী ওঠা-নামা করাতে। সমস্যায় পড়ে পথ চলতি সাধারণ মানুষ। সর্বোপরি বনগাঁ শহর সীমান্ত লাগোয়া হওয়ার দরুণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণে বিভিন্ন রাজ্যের অগণিত মালবাহী-লরি প্রতিনিয়ত যাতায়াত করে বনগাঁ শহরের মধ্য দিয়ে। বিশেষ করে 'নো-এন্ট্রি'র সময় না মেনেই এই চলাচল হয়। প্রশাসন এ বিষয়ে কী উদাসীন! না কী কর্তব্যের খাতিরেই কর্তব্য করে চলে, তাতে সাধারণ মানুষের যা হয় হোক! সাম্প্রতিক সময়ে বনগাঁ শহরে দুর্ঘটনার জন্য প্রশাসনকেই সরাসরি দায়ি করেছে জন সাধারণ। তাঁদের কথায়— প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা শহরের মোড়ে মোড়ে থাকলেও তাদের নজর থাকে তোলাবাজির দিকে, যান নিয়ন্ত্রণে নয়। জনগণের এ অভিযোগ সত্যিই মর্মস্পর্শী। হৃদয় বিদারক! সুপরিকল্পিত, নিয়ন্ত্রিত যানচলাচলের মাধ্যমে কবে বনগাঁ শহর যানজট মুক্ত হবে, দুর্ঘটনায় অকাল মৃত্যুর হাত থেকে কবে রেহাই পাবে পথ চলতি মানুষ, সেদিকেই তাকিয়ে আপামর বনগাঁবাসী।

মে দিবস দিচ্ছে ডাক সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক

সুকমলেন্দু সাহা

শ্রমিক যেমন তাঁর জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে মালিকের কারখানায় কাজ করে, তদ্রুপ মালিকেরও তাঁর কারখানার শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতিকল্পে ও শ্রমিকের শ্রম অপরিহার্য। অতএব একে অপরের পরিপূরক এবং শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক হওয়া প্রয়োজন খুবই মধুর। কিন্তু মালিক যদি শ্রমিকের পরিশ্রমকে নিজের খেয়াল খুশীমত ব্যবহার করে বা শ্রমিক কে তাঁর সাধ্য এবং সামর্থের বাইরে শ্রম করতে বাধ্য করে তা হলে শ্রমিকের প্রতি অবিচার করা হয় এবং শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবি হয়ে পড়ে। সুদীর্ঘকালের শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব এক সময় এমন একটি ভীষণ মূর্তি ধারণ করে যা বিশ্বের মানব সভ্যতার ইতিহাসে কলঙ্কের কলিমা লেপনের ইতিহাস।

সীমাহীন অর্থের লোভে এবং মুনাফার পাহাড় তৈরী করার জন্য সূতাকল, জুতাকল, আটাকল, রুটিকল ইত্যাদি কারখানার মালিকগণ শ্রমিকদের উদয়-অস্ত অর্থাৎ ১৪ ঘন্টা, ১৫ ঘন্টা, ১৬ ঘন্টা এমনকি ১৭-১৮ ঘন্টাও কাজ করতে বাধ্য করার ঘটনা সুদীর্ঘকালের বেদনাদায়ক ঘটনা। মালিকদের ঐ প্রকার একটি অন্যায়, অবৈধ ও অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিশ্বের শ্রমিকগণ উত্তরোত্তর বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং খুঁজতে থাকে প্রতিবাদের ভাষা। ৮ ঘন্টা কর্মদিবসের দাবীতে বিশ্বের শ্রমজীবি মানুষ এবং শ্রমিক সংগঠনগুলি রাজপথে সংঘবদ্ধ ভাবে মিটিং মিছিল ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালনের কর্মসূচী গ্রহন করে। শ্রমিক দিবস উদ্‌যাপনের ধারণাটি ১৯ শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক ইউনিয়ন আন্দোলন থেকে উদ্ভুত হয়। ১৮৮৬ সালের ১ মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে হে-মার্কেটের শ্রমিকরা ৮ ঘন্টা কাজের দাবীতে দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দেয়। কারখানার মালিকপক্ষ হে-মার্কেটের গেট তালা দিয়ে বন্ধ করে অগনিত শ্রমিকদের গুলি করে হত্যা করে।

মানব সভ্যতার ইতিহাসের সেই ঘৃণলিপ্ত ঘটনা পৃথিবীর অন্যতম ঘৃণ্য ও নিষ্ঠুরতম কুকীর্তি রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। যা স্মরণ করতে গেলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। অর্থ সম্পদ লোভী আভিজাত্যহীন এবং শিক্ষাহীন কারখানায় এবং বৃহৎ বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকগণের শ্রমিকদের প্রতি শোষণ-পীড়নের ঘটনা এবং শ্রমিকদের চিরস্থায়ী ভাগ্যবিধাতা রূপে বিরাজ করার স্বপ্নকে শ্রমিকদের অবিরাম সংগ্রাম, মিটিং, মিছিল, সভা সমিতির প্রতিবাদ ও দুর্ভেদ্য ঘাত-প্রতিঘাত চুরমার করে দয়।

১৮৮৬ সালের ১লা মে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তজার্তিক শ্রমিক দিবস। কল-কারখানার মালিকগণ শ্রমিকদের ৮ ঘন্টা কাজের দাবী মেনে নেয়। ভারত ও বাংলাদেশসহ পৃথিবীর ৮০টি দেশ ১লা মে দিনটিকে জাতীয় ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করে।

১৮৮৪ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর আন্তজার্তিক শ্রমিক সংগঠনগুলির যে রেজ্যুলিউশান গৃহীত হয়েছিল তাতে ৮ই সেপ্টেম্বরের প্রথম সোমবারটি প্রথম শ্রমিকদের স্বরূপে বিবেচিত হয়।

ভারতে মে দিবস পালিত হয় ১৯২০ সালে ১লা মে। হিন্দুস্থান কিষাণ লেবার পার্টি, বর্তমান চেন্নাই শহরে প্রথম মে দিবসের আয়োজন করে। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মে দিবস উপলক্ষ্যে সরকারী ভাবে ছুটি ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশে এবার মে দিবসের শ্লোগান "শ্রমিক মালিক ঐক্য গড়ি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি"। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক পৃথক বাণী দেন।

১৮৮৯ সালে হে-মার্কেটের শ্রমিকদের আত্মবলিদানের ঘটনার স্মরণে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী এবং ট্রেড ইউনিয়ানগুলির যে সম্মেলন হয় সেখানেও শ্রমিকদের সমর্থনে ১লা মে দিবস হিসাবে মনোনীত করা হয়।

অতএব ১লা মে দিবস হোক শ্রমিক শ্রেনীর এবং মানব জাতির প্রাতঃ স্মরণীয় গৌরবের দিন।

ডারউইনবাদ বর্তমানে পাঠ্যসূচির বাইরে

অজয় মজুমদার

পর্ব-৬

অভিব্যক্তি বা বিবর্তনের অর্থ মানেই শুধু ডারউইন নয়— জীবজন্তুর বিচিত্র সম্ভার খুঁটিয়ে লক্ষ্য করা গিয়েছে তাহিতি, মরিশাস, সেন্ট হেলেনা কিংবা গালাপাগোস দ্বীপ গুলিতে। চার বছর, নয় মাস, পাঁচ দিনের সেই অভিজ্ঞতা এবং তারপর ঘরে ফিরে বিস্তর ভাবনা চিন্তা ও গবেষণাটিকে পৌঁছে দিয়েছে নতুন প্রত্যয়ে। মনে হয়েছে, লিখতে হবে কয়েকখানি বই। তা হবে কয়েক হাজার পৃষ্ঠার। ২২ বছর ধরে চলেছে তারই প্রস্তুতি।

একদিন আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস চিঠি লিখলেন অভিব্যক্তিবাদের জনক ডারউইনের কাছে। জীবজগৎ পর্যবেক্ষণ করে তিনি লিখেছিলেন একটি প্রবন্ধ। দয়া করে ডারউইন যদি প্রবন্ধটি পড়ে দেখেন। হাতে লেখা কুড়ি পৃষ্ঠার সেই রচনাটি কেড়ে নিল ডারউইনের রাতের ঘুম। ওয়ালেসের দাবি, একই প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে চেহারার বৈচিত্র প্রায় অসীম। ওই প্রভেদ বাড়তে বাড়তেই এক প্রজাতি অন্য প্রজাতিতে রূপান্ত রিত হয় এবং এটাই ভিন্ন জীবের আবির্ভাবের পথ। প্রকৃতি জুড়ে সদা বহমান বিবর্তনের এই ধারার মূলে রয়েছে এক সংগ্রাম। সেটা হল টিকে থাকার সংগ্রাম। প্রকৃতিতে জীবের বৃদ্ধির তুলনায় তাদের আহার্যের পরিমাণ কম। পর্যাপ্ত নয় বাসোপযোগী পরিবেশ। পরিনামে দুর্বল এবং পরিবেশের পক্ষে বেমানান প্রাণীর অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। যে হরিণ পারে না এমন বেগে দৌড়াতে, বাঘ সিংহ তাকে নির্বংশ করবেই। যে জিরাফের গলা অন্যদের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশি লম্বা, সে গাছের বেশি উঁচু ডালের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকবে খরার মধ্যে। লক্ষ কোটি বছর ধরে জীবজগতে এই ধারা বহমান।

কী আশ্চর্য, এই সিদ্ধান্ত তো ডারউইনের! প্রকৃতি অভিযানে বেরিয়ে সমুদ্র বন্দরের পরিবেশের সঙ্গে জল জীবের আকৃতি সম্পর্ক দেখে, কিংবা আর উপযোগী শস্যদানার সঙ্গে পাখির ঠোঁটের আকৃতির যোগ লক্ষ্য করে, হুবহু একই ধারণা যে হয়েছিল তাঁরও। সব কিছু বিস্তারে ব্যাখ্যার জন্য অনেক বেশি তথ্যের অপেক্ষা। আর মনের কোণে এক ভয়। ধর্ম বিশ্বাসের গোড়ার বক্তব্যতে কুড়ুল মারে নতুন ধারনাটা। বাইবেল কি বলেনি যে, ভিন্ন ভিন্ন জীবেরা ঈশ্বরের পৃথক পৃথক সৃষ্টি। এক প্রাণী থেকে অন্যে বিবর্তনের ধারণা প্রচার মানে তো খুনের দোষ শিকারের মত কাজ ও ছিঃ ছিক্কার পড়বে সমাজে। বাইবেলের অপমানে মানসিক বিপর্যস্ত হবে ঘরে নিজের স্ত্রীর কাছেও। তা হোক, তবুও এরই নাম বিজ্ঞান।

ওয়ালেসের প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে বিবর্তনবাদের আবিষ্কর্তা হিসেবে চিহ্নিত হবেন, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না। ডারউইন উদ্বিগ্ন। শরণাপন্ন হলেন দুই বন্ধু বিজ্ঞানী, স্যার চার্লস লিয়েন এবং জোসেফ হুকার এর কাছে। এদের কাছে তিনি অকপটে

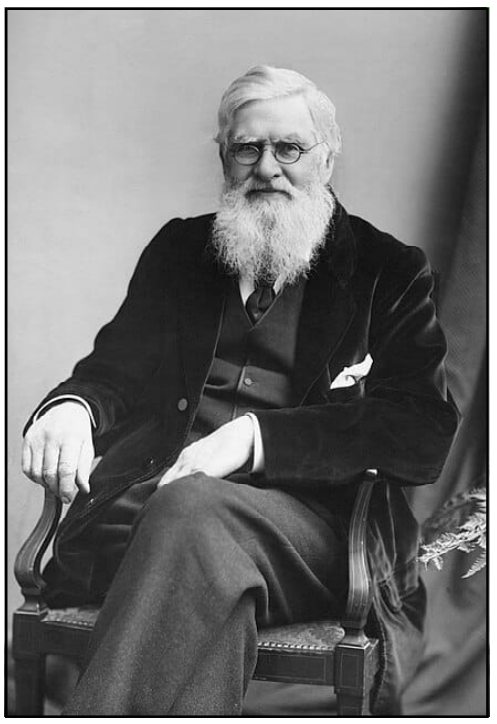

স্বীকার করলেন, ত্রুটি যেহেতু তাঁরই, তাই কৃতিত্বের স্বীকৃতি ওয়ালেসেরই পাওয়া উচিত। দুই বন্ধুর তাতে সায় নেই, তাই আলোচনার একটা সমাধান সূত্র প্রকাশিত হল। কয়েকদিন পরেই গবেষকদের সমিতি লিনিয়ান সোসাইটির মিটিং। সেখানে পড়া হবে ওয়ালেসের পেপার। আর তার পাশাপাশি ডারউইনের দুটি রচনা। ১২ বছর আগেকার একটি খসড়া প্রকল্প এবং আমেরিকায় এক বন্ধুকে লেখা একটি ছোট চিঠি। দুটিতেই জীবজগতের বিবর্তনের দাবি। লিনিয়ান সোসাইটির সন্ধ্যা অধিবেশনে পড়া হলো তিনটি রচনা। তারিখটা ছিল ১লা জুলাই ১৮৫৮ সাল। হ্যাঁ, বিবর্তন বাদ জনসমক্ষে ঘোষণার আজ দেড় শতবর্ষ পূর্তি। সেদিনের ওই আয়োজনে ওয়ালেসের নাম ছিল কিনা তা অবশ্য জানার উপায় নেই। তিনি তখনও হাজার হাজার মাইল দূরে পাহাড়ে জঙ্গলে। বিবর্তনবাদের জনক এমনকি অন্যতম প্রবক্তা হিসাবে স্বীকৃতি লাভের চেষ্টা ওয়ালেস কোন দিনই করেননি। ডারউইনকে সেই কৃতিত্ব আনন্দে ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি। বিজ্ঞানের অন্যান্য তত্ত্ব কিংবা তাদের ব্যাখ্যার পরে মতান্ত র হলেও ডারউইনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অটুট। পত্রালাপে বিবর্তনবাদ সম্পর্কে ডারউইনকে বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন, ডু নোট কল দ্যা থিওরি মাইন। ইটসট্রুলি ইয়োরস। এই মন্তব্য এই কারণে যে, ডারউইন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতেন, এভুলিউশন ইজ ইয়োর এন্ড মাই চাইল্ড। দু' জন বিজ্ঞানী প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে এরকম সম্পর্ক বিরল। বিবর্তনবাদের অধিকর্তা হিসাবে চিহ্নিত ডারউইন। এ ব্যাপারে জনমানসে তাঁর একার আসনটি চিরস্থায়ী। কিন্তু ইতিহাস মানলে বলতে হয়, কৃতিত্বের দাবি আরও অনেকেই। যেমন উইলিয়াম ওয়েলেস, প্যাট্রিক ম্যাথু এবং রবার্ট চেম্বার। ওঁরা সবাই বলেছিলেন বিবর্তনের কথা। ওরা যা বলেননি, তা হল যথার্থ কারণটি কী। যেমনটি তা বলতে পারেননি ডারউইনের ঠাকুরদা এরাসমাস ডারউইন এবং ফরাসি বিজ্ঞানী জাঁ ব্যাপতিস্ত ল্যামার্ক। ওদের সবার চোখে ওয়ালেস এগিয়ে। কারণ তিনি সবিস্তারে বিবর্তনের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এবং ডারউইনের থেকে অনেক বেশি সুস্পষ্ট ভাবে। এখন প্রশ্ন হল, ওয়ালেস আজ প্রায় বিস্মিত এক চরিত্র কেন? এর প্রকৃত কারণ হল, ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত বই অরিজিন অফ স্পিসিস, আর দ্য প্রিজর্ভেশন অফ ফেভার্স রোসের্স ইন দ্য স্ট্রোগল ফর লাইফ এর সুবাদে ডারউইন জগৎ বিখ্যাত'। বইটি এমনই সাড়া ফেলেছিল যে, প্রকাশের দিনেই সব বই বিক্রি হয়ে যায়। দারুন স্তুতির সেই ভিড়ে ওয়ালেসের নামটি আমাদের মনে থাকবে তো! অসফল বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আলফ্রেড রার্সেল ওয়ালেস (১৮২৩-১৯১৩)', সারভাইভাল অফ দ্যা ফিটেস্ট (যোগ্যতমের জয়)কথাটি তারই প্রচলন। তিনি বলেছিলেন, রোগ ধ্বংস করেনা সরলতম প্রাণীদের। শত্রু কাবু করতে পারে না ক্ষিপ্রতম জীবদের। আর দুর্ভিক্ষ! তা জয় করে টিকে থাকবে কেবল তারাই, যারা বাঁচবে কম খেয়ে বা শিকারের জন্য খুঁজে বের করবে নুতন এলাকা।

ঠাকুরনগর প্রতিধ্বনির বিশ্ব নৃত্য দিবস উদ্‌যাপন

সংবাদাতাঃ বিগত বৎসরের মতো এবারও ২৯ এপ্রিল সমারোহে বিশ্ব নৃত্য দিবস পালন করে সংস্কৃতির নগর ঠাকুরনগরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংস্থা।

এদিন সন্ধ্যায় সংস্থার মহড়া কক্ষে সংস্থার বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী সমন্বিতা বিশ্বাসের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নৃত্য দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সংস্কৃতি প্রেমী শিক্ষিকা কেয়া বিশ্বাস দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিতি ছিলেন বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা, প্রবীণ শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতিপ্রেমী প্রবীণ শিক্ষক সুশান্ত বিশ্বাস ও গৌরাঙ্গ মণ্ডল প্রমুখ। সঞ্চালিকা শ্রীমতী বিশ্বাস ও সম্পাদক পার্থ প্রতিম দাস সকলকে স্বাগত জানান। সেই সঙ্গে নৃত্যের ডালি নিয়ে দিনটিকে স্বাগত জানায় সংস্থার নৃত্য শিল্পীগণ।

বিশ্ব নৃত্য দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংস্থার ছোট বড় নৃত্যশিল্পীগণ একক ও সমবেত নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করেন। রবীন্দ্র নৃত্য ছাড়াও পরিবেশিত লোক নৃত্য এবং আদিবাসী নৃত্যের অনুষ্ঠান সমবেত দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে।

পঁচিশে বৈশাখে বিনয় গ্রন্থাগারে কবি বন্দনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত পঁচিশে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪ তম জন্মদিন ও কবি বিনয় মজুমদার সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস মহা সমারোহে উদ্‌যাপন করে কবি বিনয় মজুমদার সাধারণ গ্রন্থাগার ও কবি বিনয় মজুমদার স্মৃতি রক্ষা কমিটির সদস্যগণ। এদিন সকালেই কবিদ্বয়ের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন উপস্থিত কবিদ্বয়ের অনুরাগীগণ। কবিগুরুর জন্মদিন ও কবি বিনয় মজুমদার নামাঙ্কিত গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে দিনভর আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, অপরাহ্নে কবি সম্মেলন এবং সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সমবেত ছাত্র-ছাত্রীর সংগীত, নৃত্য আবৃত্তি ও কথায় কবিতায় কবিদ্বয়কে স্মরণ করেন ও শ্রদ্ধা জানান ঠাকুরনগর কলাভূমির কর্ণধার বিশিষ্ট নৃত্য শিক্ষক কৃষ্ণ বণিক এর পরিচালনায় নৃত্য শিল্পীদের নৃত্যানুষ্ঠান, এরপর ঠাকুরনগর বর্ণমালার প্রাণপুরুষ শিক্ষক ইন্দ্রনীল ঘোষের পরিচালনায় সংস্থার শিল্পীদের মনোজ্ঞ সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান এবং সর্বশেষ ঠাকুরনগরের অন্যতম নাট্যদল অনুরঞ্জন এর কচি কাঁচা শিক্ষার্থীগণ পরিবেশিত রবি ঠাকুরের কাহিনী

অবলম্বনে 'বিয়ে বাড়ির ভোজ' নাটকটি উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতৃ মণ্ডলীর উচ্ছসিত প্রশংসা লাভ করে। প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সদস্য বৈদ্যনাথ দলপতি, শিবেন মজুমদার, দীপক বালা, সূর্যকান্ত সরকার, দীপক মিত্র প্রমুখ সদস্যগণের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করে।

নাবিক নাট্যমের কবি বন্দনা

সঞ্জিত সাহা ঃ গত ০৮মে গোবরডাঙ্গার এক প্রাচীন দল নাবিক নাট্যম পালন করলো তাদের রবীন্দ্র জয়ন্তী। দলের সকল সদস্য, সদস্যা ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রদীপ কুমার সাহা ও সোমনাথ রাহা সকলের উপস্থিতিতে মহলা কক্ষ সংলগ্ন কবি গুরুর মূর্তিতে মাল্য দান করেন দলের নাট্যগুরু জীবন অধিকারি, সোমনাথ রাহা , প্রদীপ কুমার সাহা ও অবিন দত্ত। এর পরই দলের সবাই উপস্থিত হন এলাকার আরেকটি রবীন্দ্র মূর্তির সামনে যেখানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার প্রাক্তন পৌরপ্রধান মাননীয় সুভাষ দত্ত ও এলাকার বেশকিছু সংস্কৃতি প্রেমিক মানুষ সকলে মিলে রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতে মাল্য দান করেন এবং কবি গুরুর স্মৃতিচারণ করে। এরপর মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

মণ্ডলপাড়ায় ক্রেতা সচেতনতা কার্যক্রম

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৯ মে গাইঘাটা ব্লকের মণ্ডলপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয় ক্রেতা সচেতনতা কার্যক্রম। ভারতীয় মানক ব্যুরোর পূর্ব ক্ষেত্রীয় কার্যালয়, কোলকাতা আয়োজিত এদিনের ক্রেতা সচেতনতা কার্যক্রমে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করার ব্যাপারে সাধারণ ক্রেতা-সাধারণকে সচেতন করেন দফতরের অন্যতম আধিকারিক নাজরানা সুলতানা ও কনসালট্যান্ট সুবক্তা আহেলী দাস।

স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবি সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত সচেতনা কার্যক্রমে উপস্থিত মানক ব্যুরোর কলকাতা শাখার উপস্থিত দুই আধিকারিক সমবেত উপভোক্তাদের জানান, কোন দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করার সময় অবশ্যই ক্যাশমেমো বা রসিদ চেয়ে নিতে হবে এবং দ্রব্যটি কোন তারিখের পূর্বে ব্যবহারযোগ্য তাও অবশ্যই দেখে নিতে হবে। কারণ রশিদ ছাড়া কোনও অভিযোগ গ্রাহ্য হবে না। দ্রব্য সামগ্রীতে আইএসআই ছাপ এবং স্বর্ণের ক্ষেত্রে হল মার্ক আছে কিনা তাও দেখে নিতে হবে।

আধিকারিকগণ বিভিন্ন মানকগুলি সম্পর্কে ক্রেতা সাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও পুস্তিকা উপস্থিত মানুষজনের হাতে তুলে দেন। বিভিন্ন দ্রব্যাদির ভারতীয় মান, পণ্য বা পত্রিকা বিবরণ এবং সাধারণ বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে পুস্তিকায়। কনসালট্যান্ট আহেলী দেবী বিভিন্ন মানক গুলির প্রয়োজনীয়তা ও যথাযথ ব্যবহার, কার্যক্ষমতা, সুরক্ষা ও শক্তি, স্থিতিশীলতা এবং স্থায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবার আহ্বান জানান।

জোট প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার সভা ঢাকুরিয়ায়

নীরেশ ভৌমিক ঃ ১৪ বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস ও বামপন্থী জোটের প্রার্থী জাতীয় কংগ্রেসের প্রদীপ বিশ্বাসের সমর্থনে এক প্রচার সভা অনুষ্ঠিত হয় চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে। গত ৫ মে সন্ধ্যায় বাম ও কংগ্রেস জোট প্রার্থীর সমর্থনে অনুষ্ঠিত সভায় বিশিষ্ট নেতা ও বক্তাগনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সিপিএম নেতা কপিল ঘোষ, গোপাল দত্ত, প্রাক্তন সৈনিক দিলীপ রায়, যুব নেতৃত্ব ময়ূখ মণ্ডল, দীপঙ্কর বণিক, ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি পার্থপ্রতিম রায়, বর্ষিয়ান নেতৃত্ব শান্তিময় চক্রবর্তী, মনতোষ সাহা, সুবক্তা অনিমেষ দাস, মহিবুল সিদ্দিকি প্রমুখ। প্রবীণ সিপিএম নেতা কৃষ্ণপদ চৌধুরীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এদিনের পথ সভায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতি ও সীমাহীন দুর্নীতির প্রতিবাদ করে দেশের সংবিধান, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে এবং দুর্নীতি, লুট ও শাসক দলের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধ কাজ, শিক্ষা, নারীর, অধিকার ও সম্মান রক্ষার লড়াইকে জোরদার করতে এবং বনগাঁ সংসদীয় এলেকার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে আগামী ২০ মে বামফ্রন্ট সমর্থিত জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী বিশিষ্ট জননেতা ও শিক্ষক প্রদীপ বিশ্বাসকে হাত চিহ্নে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার আহ্বান জানান।

নাট্য মিলন গোষ্ঠীর ৩১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

সংবাদদাতা ঃ শ্রীনগর হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠী একে একে ত্রিশ বছর অতিক্রম করে একত্রিশতম বর্ষে পদার্পণ করল গত ২৮ এপ্রিল। ওই দিন এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপন করেন ৩১তম জন্মদিনের অনুষ্ঠান। শুরুতে দলের কর্ণধার দিলীপ ঘোষ অতীতের স্মৃতিচারণ করেন। যেসব শিল্পী পরলোকে চলে গেছেন, তাদের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং অন্যদের অজস্র ধন্যবাদ জানান দলকে এতদূর পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এরপর দলের বর্তমান শিল্পীরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন দলকে অনেক বড় স্তরে পৌঁছে নিয়ে যাবার জন্য। এরপর দলের শিল্পীরা স্ব-স্ব মহিমায় নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয় করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান।

শিবিরে রক্ত দিলেন বিডিও নীলাদ্রি সরকার

নীরেশ ভৌমিক ঃ রাজ্যজুড়ে প্রচণ্ড দাবদাহের কালে যখন রাজ্যের সমস্ত ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোতে রক্তের আকাল চলছে, ঠিক

সেই সময়ে রক্তের সংকট ঘোচাতে এগিয়ে এল গাইঘাটা ব্লক প্রশাসন। গত ৩০ এপ্রিল গাইঘাটার নবাগত বিডিও নীলাদ্রি সরকারের উদ্যোগে এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ব্লকের সৃষ্টি হলে অনুষ্ঠিত এদিনের রক্তদান শিবিরে ব্লকের বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক ও কর্মীগণ ছাড়াও বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকজন কর্মীও স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। সহকর্মীগণকে উৎসাহিত করতে স্বয়ং বিডিও নীলাদ্রিবাবুও এদিন রক্তদানে অংশ নেন। বিডিও শ্রী সরকার সহ এদিন মোট ৬৬জন কর্মী ও আধিকারিক স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে এদিন শিবিরে আসেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্‌চি, জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, শিপ্রা বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অজয় দত্ত, মধুসূদন সিংহ, অঞ্জনা বৈদ্য প্রমুখ। সকলেই গ্রীষ্মের দিনের রক্তের সংকট ঘোচাতে ব্লক প্রশাসনের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

তৃণমূল শিক্ষক সমিতির নির্বাচনী সভা ঠাকুরনগরে

নীরেশ ভৌমিক ঃ দিকে দিকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদেরকে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে সভা ও মিছিল করে চলেছে দলের অনুগামী শিক্ষক শিক্ষিকাগণ। গত ৮ মে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে ১৪ বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের সমর্থনে নির্বাচনী পথসভা করে

তৃণমূল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির গাইঘাটা ব্লক কমিটি।

এদিন অপরাহ্নে ঠাকুরনগর ষ্টেশন পার্শ্বস্থ নেতাজী মূর্তির পাশে ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ সমবেত হয়ে কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন করে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সভায় শিক্ষক সমিতির উল্লেখযোগ্য নেতা ও বক্তাগণের মধ্যে ছিলেন সমিতির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি রবিউল ইসলাম, সম্পাদক প্রধান শিক্ষক দেবাশিষ ঘোষ, অন্যতম নেতৃত্ব মণিমোহন মণ্ডল, দিলীপ মণ্ডল, রুইদাস সরকার, প্রণব রায়, সন্তোষ বিশ্বাস, রামকৃষ্ণ মজুমদার, নন্দিনী রায়, ছিলেন দলীয় জেলা পরিষদ সদস্যা শিপ্রা বিশ্বাস, শিক্ষক অলক বিশ্বাস এবং অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক গোবিন্দ ঘটক প্রমুখ। বিশিষ্ট বক্তাগণ তাঁদের বক্তব্যে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি, ব্যর্থতা এবং রাজ্যের প্রাপ্য অর্থ না দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন। সেই সঙ্গে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জীর হাত শক্ত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহধন্য বনগাঁ লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান।

পুলিশের দ্বারস্থ পুলিশ

প্রথমপাতার পর...

যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১২ থেকে ১৩ লক্ষ টাকা। আলমারি ভেঙে দুষ্কৃতীরা সবকিছু নিয়ে গিয়েছে। একই রাতে প্রতিবেশী রাখি বিশ্বাস নামে এক মহিলার বাড়িতেও চুরির ঘটনা ঘটে। সকালে রাখি দেবী ঘুম থেকে উঠে দেখেন তার বাড়িতেও চোরের দল এসে তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়েছে। তার দাবি, প্রায় ২ লক্ষ টাকার সোনা টাকা পয়সা নিয়ে গিয়েছে চোর। তিনিও গাইঘাটা থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। পুলিশ চুরির ঘটনা গুলির অন্তত শুরু করেছেন।

প্রসঙ্গত গাইঘাটা থানা এলাকার উত্তর বকচরা এক নম্বর টালি কারখানা এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরেই বেড়েছে বহিরাগতদেরও আনাগোনা বেড়েছে অভিযোগ। সম্প্রতি গুলি চালানো মারামারি সহ একাধিক ঘটনা ওই এলাকায় ঘটেছে। ফের পর পর চুরির ঘটনায় এলাকার মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

তৃণমূলপ্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের সমর্থনে চাঁদপাড়ায় আইএনটিটিইউসি'র প্রচার সভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ ১৪ বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের সমর্থনে প্রচারাভিযানে নামেন দলের শ্রমিক সংগঠন আইএন-টিটিইউসি'র চাঁদপাড়া শাখার সদস্যগণ। গত ৬ মে সকালে সংগঠনের গাইঘাটা ব্লক -২ সভাপতি সমীর হাজরার (বাপী) নেতৃত্বে দলীয় কর্মীগণ চাঁদপাড়া রেল স্টেশন চত্বরে এক প্রচার সভা আয়োজন করেন।

সভায় দলের বিশিষ্ট নেতা কর্মীগণের মধ্যে ছিলেন শ্রমিক সংগঠন তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ও পৌরসভার কাউন্সিলর নারায়ন ঘোষ (নান্টু), সংগঠনের অন্যতম নেতৃত্ব সমীর ঘোষ চৌধুরী, স্বপ্না মজুমদার, দলের ব্লক সভাপতি শ্যামল বিশ্বাস, চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস, দলনেতা উত্তম লোধ, জয়দেব বর্ধন প্রমুখ।

বিশিষ্ট বক্তাগণ তাঁদের বক্তব্যে আগামী ২০ মে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে রাজ্যের দিকে দিকে তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থন ও নির্বাচিত করে দলনেত্রী মমতা ব্যানর্জীর হাত শক্ত করারও দাবি জানান। রেল যাত্রী সহ স্থানীয় মানুষজন দীর্ঘ সময় ধরে বক্তাগনের বক্তব্য শোনেন।

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ৩০ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত কাঠের ফার্ণিচারের জন্য Mob. : 9733087626 মোনালিসা ফার্ণিচার

আলোচনা চক্রের বর্ষবরণে সংবর্ধিত নৃত্যশিল্পী অরূপ ও মৃন্ময়

নীরেশ ভৌমিক: নানা অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা মহাসমারোহে সম্পন্ন হল চাঁদপাড়ার সানাপাড়া আলোচনাচক্র আয়োজিত ৫৮ তম বর্ষবরণ উৎসব— ১৪৩১।

বর্ণাঢ্য প্রভাতফেরী ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ৩ দিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবের সূচনা হয়। উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ছিল ছড়ার গান, রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্র নৃত্য, লোকনৃত্য, আবৃত্তি ও ছোটদের নাটক 'অর্থই অনর্থ', যাত্রাপালা নটী বিনোদিনী। সংস্থার সদস্য-সদস্যা'গণ পরিবেশিত নৃত্যনাট্য বঙ্গতীর্থ।

এছাড়াও ছিল বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে মনোজ্ঞ বিচিত্রা অনুষ্ঠান। উৎসবের দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাকচি, কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, অঞ্জনা বৈদ্য, চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস, উপপ্রধান বৈশাখী বর, শিক্ষক দেবাশিষ রায়, শ্যামল বিশ্বাস, অবসরপ্রাপ্তা প্রধান শিক্ষিকা রত্না রায়, সমাজকর্মী কপিল ঘোষ প্রমুখ।

সকল বিশিষ্টজনদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান উৎসব কমিটির সভাপতি সুশান্ত মন্ডল ও সম্পাদক মনোতোষ সরকার। বিশিষ্টজনেরা দীর্ঘ ৫৮ বছর যাবৎ অনুষ্ঠিত বাংলা তথা বাঙালীর এই মহতী উৎসবের ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগী'গণের মধ্যে পুরস্কার প্রদান শেষে বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও নৃত্য প্রশিক্ষক মৃন্ময় সাহা ও অরূপ সরকারের হাতে আকর্ষণীয় পুরস্কার তুলে দিয়ে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। চাঁদপাড়ার নুপূর নৃত্যকলা কেন্দ্রের বিশিষ্ট নৃত্য শিক্ষিকা কাকলি আঢ্যকেও পুরস্কারে ভূষিত করেন। সংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানে তিন দিন ব্যাপী আয়োজিত আলোচনা চক্রের ৫৮ তম বর্ষের বর্ষবরণ উৎসব এলাকায় বেশ সাড়া ফেলে।

সেবার কবি বন্দনা

প্রতিনিধি ঃ অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির পরিচালনায়, সমিতির নিজস্ব ভবনে পালিত হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩ তম জন্মজয়ন্তী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির সম্পাদক গোবিন্দ লাল মজুমদার, সভাপতি হিমাদ্রি গোমস্তা মহাশয়। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কবিতা, গান এবং নৃত্যের মধ্যে দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন সমিতির স্বেচ্ছাসেবক - সেবিকা গণ ও শিশু শিল্পীরা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন দর্শনের উপর আলোকপাত করে সমাপ্ত ভাষন দেন সমিতির সম্পাদক। শ্রীগোবিন্দ লাল মজুমদার মহাশয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দুলালী দাস।

মহিলার মৃত্যু

প্রথমপাতার পর...

শেঠ এলাকায় পৌঁছে রাস্তার পাশের মৃত গাছ দিয়ে তৈরি অশোক স্তম্ভ সরিয়ে রাস্তা চওড়া করার কাজ শুরু করতেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত মহিলার নাম সীতা রানী দাস (৫৫)। বাড়ি শিমুলতলার চামড়াপট্টি এলাকায়। সকালে তিনি কাজে বেরিয়েছিল। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শিরা জানিয়েছে, ওই মহিলা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। পেট্রাপোলের দিক থেকে পণ্য খালি করে আসা একটি ট্রাক তাঁকে পেছন থেকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই ট্রাকের সামনের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় তার। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার লোকজন দলে দলে বিএস ক্যাম্পের মোড়ে এসে ভিড় করে। যশোর রোড আটকে রাস্তা অবরোধ শুরু করে। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সদস্যদের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগে এনে এলাকায় থাকা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের অফিসে ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা।

বাসিন্দারা জানিয়েছেন,বনগাঁয় যশোর রোডের বিএসএফ ক্যাম্পের মোড় এমনিতেই সংকীর্ণ। পৌরসভার পক্ষ থেকে এলাকার একটি মৃত গাছ দিয়ে অশোক স্তম্ভ তৈরি করে সৌন্দর্যায়জন করায় আরো সংকীর্ণ হয়েছে রাস্তা। ফলে একটি বড় ট্রাক ওই এলাকা দিয়ে যেতে সমস্যা হয়। তার ওপর ওই এলাকাতেই পণ্য নিয়ে পেট্রাপোলগামী ট্রাকের কাগজপত্র পরীক্ষা করে পরিবহন কর্মীরা। সে কারণে এলাকায় পরিবহন দপ্তরের কর্মী ও পুলিশ মোতায়েন থাকে। তারপরেও কেন বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে সেই প্রশ্ন তুলেছে বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, একদিকে সংকীর্ণ রাস্তা, অন্যদিকে প্রশাসনিক উদাসীনতার কারণেই ফের মহিলার মৃত্যু হল।

স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, পুলিশ পরিবহন কর্মীরা যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার থেকে টাকা তোলার কাজে বেশি ব্যস্ত। সে কারণেই দুর্ঘটনা ঘটছে। মৃতার ছেলে ভগীরথ দাস বলেন, এক্সিডেন্ট হলেই প্রশাসনের লোকজন কাগজপত্র নিয়ে পেন নিয়ে চলে আসে। দুদিন গেলেই যা তাই। আমি চাই, আমার মত আর যেন কেউ মা হারা না হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পৌরসভার গম্বুজ ভাঙা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অবরোধ চলবে।

খবর পেয়ে ওই এলাকায় যান বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল। তিনি বলেন, 'বিএস ক্যাম্পের মোড়ে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন পার্টি অফিস বানিয়েছে টাকা তোলার জন্য. তৃণমূলের দালালরা এখান থেকে টাকা তুলছে। সে কারণেই বারবার যানজট হচ্ছে, দুর্ঘটনা ঘটছে।

প্রায় দু'ঘণ্টা অবরোধ বিক্ষোভ চলার পর এলাকায় যান বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ। এলাকার মানুষের দাবি মেনে তিনি রাস্তার পাশের অশোক স্তম্ভ অন্যত্র নেওয়ার কাজ শুরু করেন। এরপরেই ক্ষুব্ধ জনতা অবরোধ তুলে নেয়। গোপালবাবু বলেন, 'এনএইচ ডিপার্টমেন্ট উদাসীন। বারবার বলার পরেও ওই শুকনো গাছ কাটার ব্যবস্থা করেনি। আমরা অশোক স্তম্ভ অন্য জায়গায় সরিয়ে নিচ্ছি। পরিবহন দপ্তর পুলিশের দায়িত্ব ট্রাক চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা। পৌরসভার মধ্যে তীব্র যানজট হচ্ছে। আমরা রাত দশটা থেকে সকাল পাঁচটা পর্যন্ত ট্রাক চলাচলের সময় বেঁধে দিচ্ছি। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা যায় না। বিজেপি এখন মৃত্যুকে নিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করছে। প্রসঙ্গত, কয়েক মাস আগে ওই রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে টাকের চাকার পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছিল মা ও মেয়ের।

১। আমাদের এখানে রয়েছে হালকা ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরি সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাজের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরির বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারি কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা আধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যাবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরনের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড ও গ্রহ রত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয়। এবং ব্যবহার করার পরে ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলের ও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য নিউ পিসি জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারি ও ২০০ টাকার মধ্যে রুপার জুয়েলারি যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটর উপর থাকছে এন পি সি অপটিকালের গিফট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনা ও রুপার জুয়েলারি হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানে নিউ পিসি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন সনাম ধন্য জ্যোতিষি ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পিসি জুয়েলার্স Franchise নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেব। যাদের জুয়েলারি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই তারাও যোগাযোগ করুন আমরা সব রকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কি কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তত্ত্বাধি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারি সংক্রান্ত দু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকরির জন্য বায়োডাটা ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২.০০ টা হইতে বিকেল ৫.০০ টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি গার্ড সংক্রান্ত চাকরির জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন বন্দুক সহ ও খালি হাতে সময় দুপুর ১২.০০ টা হইতে বিকেল ৫.০০ মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website www.newPCjewellers.com
২১। E-mail : npcjewellers@gmail.com

বনগাঁ বাটার মোড়, যশোর রোড, লোকনাথ মার্কেটের প্রথম এবং দ্বিতীয় তলে কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে।

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নতমানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার। ২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে। ৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়। ৪। চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা যোগাযোগ করুন- ৮৯৬৭০২৮১০৬। ৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেন এর সুব্যবস্থা আছে।

নিউ পি সি জুয়েলার্স | যশোহর রোড, বাটার মোড়, বনগাঁ
নিউ পি সি জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ | বাটার মোড়, কুমুদিনী হাইস্কুলের বিপরীতে, লোকনাথ মার্কেটের দোতলায়
নিউ পি সি জুয়েলার্স বিডাট | মতিগঞ্জ হাটখোলা, বনগাঁ

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ১২ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত স্টীল ফার্ণিচারের জন্য যোগাযোগ করুন— Mob. : 9733087626
টাইগার স্টীল ফার্ণিচার

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**